R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা : ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যায় ডুবছে নতুন নতুন এলাকা, ভেঙ্গে পড়েছে অসংখ্য কাঁচাবাড়ী, সরকারী ত্রাণ অপ্রতুল

বিশেষ সংবাদদাতা : টানা পঁচিশ দিন জলবন্দী থেকে মহকুমাবাসীর ধৈর্য্যের বাঁধও ভেঙ্গে গিয়েছে। সরকারী ত্রাণে অপ্রতুলতার অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ। বন্যার প্রথম দিকে সমস্ত রাজনৈতিক দল হাত গুটিয়ে বসে থাকায় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমানে টিউবওয়েলের ঘোলা নোংরা জল খেয়ে ডাইরিয়া ও আন্ত্রিকের প্রকোপ বাড়ছে। বাড়ছে ঘরে ঘরে সাপের উপদ্রব। মহকুমা হাসপাতাল থেকে যথেচ্ছ ওষুধের সরবরাহ থাকলেও তা পৌঁছাচ্ছে না জলবন্দী মানুষদের কাছে। সাপেকাটার ওষুধ নাই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও জলের তলায়। বিস্তীর্ণ এলাকার পানীয় জলের একমাত্র ভরসা নলকূপগুলি ডুবে গিয়ে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এদিকে গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে সুতী-২নং ব্লকের আরও সাতটি গ্রাম (৩য় পৃষ্ঠায়)

এ্যাফ্লেক্স বাঁধ ভেঙে যাবার আতঙ্কে জঙ্গিপুর এলাকার মানুষ দিশেহারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পদ্মার প্রচণ্ড জলের চাপে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে এ্যাফ্লেক্স বাঁধের সঙ্গীন অবস্থা। সামাল দিতে ব্যারেজ কর্মীদের নাজেহাল হতে হচ্ছে পদে পদে। বাঁধ মেরামতের জন্য যেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয় (বোরপিট) সে সব ফাঁকা জায়গা দখল করে মানুষ বসবাস করছে। ঘর তৈরীর প্রয়োজনে তারা এ্যাফ্লেক্স বাঁধের গায়ের কিছুটা মাটিও কেটে নিয়েছে বলে জানা যায়। জনবসতির ফলে বাঁধের গায়ে ইঁদুরের বড় বড় গর্তেরও সৃষ্টি হয়। এখন জলের চাপে সে সব গর্ত দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। বর্তমানে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সহায়তায় জল প্রতিরোধে জরুরী ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে বাঁধের তত্বাবধানে বিএসএফ নিয়োগ করা হয়েছে। ফাটল দিয়ে জল বেরনো আপাততঃ বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, এ্যাফ্লেক্স রোড দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল (৩য় পৃষ্ঠায়)

পরস্পর দোষারোপ ও বেনিয়মের বেড়াজালে হাসপাতাল পরিষেবা অচল করছেন ডাক্তাররা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ প্রতিবেদক : যে দুই এ্যানাসথেটিষ্টদের জন্য ডাক্তাররা হাসপাতালে সুষ্ঠু পরিষেবায় বাধা পাচ্ছেন তার মধ্যে একজন ডাঃ পি এন সাহা বেপাত্তা। সবেধন নীলমণি এ্যানাসথেটিষ্ট ডাঃ সোমা খানও মহকুমা ত্যাগ করে কলকাতায়। সুপারকে কলকাতা থেকেই তাঁর অনির্দিষ্টকাল ছুটি নেবার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। হাসপাতালের অফিস কর্মীদের মতে ডাঃ খান আর জঙ্গীপুর হাসপাতালে নাও আসতে পারেন। তিনি কলকাতায় চলে যাবার জন্য তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে সার্জেন ও গায়নোকলজিষ্টরা অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতালের দুই এ্যানাসথেটিষ্টের বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ গত প্রায় দেড় বছর ধরে হাসপাতালে অপারেশনের রোগীকে অজ্ঞান করার যন্ত্র 'ডাপর' বিকল হয়ে পড়ে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বন্যায় সীমান্ত ধুয়ে মুছে একাকার আশঙ্কা অবাধ অনুপ্রবেশের

নিজস্ব সংবাদদাতা : সীমান্ত এলাকা বরাবর গোটা জঙ্গিপুর মহকুমা জলের তলায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে উপচে পড়া পদ্মার জল মহকুমায় ঢোকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীও উঠে গেছে। ফলে অবাধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করছে মহকুমাবাসী। কারণ, প্রশাসনও এখন বন্যা মোকাবিলায় ব্যস্ত। রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের চর পিরোজপুর এবং নারুখাকির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বন্যার হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে ভেঘরী ও সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। সুতী-২, সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের সীমান্ত এলাকারও একই অবস্থা।

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন পর্যন্ত এখন দুটো ট্রেন যাতায়াত করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গিপুর রোড ও হাওড়া ষ্টেশনের মধ্যে দুটি ট্রেন আসা যাওয়া করছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্যারেজ লক গেটের মধ্য থেকে তিনটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার

আহিরণ : জঙ্গিপুর ব্যারেজের লক গেটের সংরক্ষিত এলাকা থেকে ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা তিনটি শক্তিশালী বোমা সম্প্রতি উদ্ধার করেন। লক গেটের ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোন দুষ্টচক্র ঐ বোমাগুলো রেখেছিল বলে অভিযোগ উঠলেও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের মতে বন্যা কবলিত আশপাশ গ্রামের সমাজবিরোধীরা নিরাপদ জায়গা ভেবে নিজেদের ঘরে মজুত রাখা বোমা ওখানে রেখে গিয়েছিল। জল কমলে আবার নিয়ে যেত।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর পি পি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ তৈলায়ন ॥

ভারতে সরিষার তৈলভুক ব্যক্তিদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও তৈলভর্জিত নানা খাদ্যসামগ্রী খাওয়া সকলের মাথায় উঠিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি আপন দারিদ্র্যের তীব্রতার কথা 'তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান কৈলুঁ উদক পান/ শিশু কাঁদে ওদনের তরে' পংক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সেই উদক অর্থাৎ জল, ওদন অর্থাৎ অন্ন এবং সরিষার তেল নিশ্চিন্তভাবে ব্যবহার করিতে পারা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্রের সংসারে রন্ধনের বিলাসিতা থাকিবার কথা নহে। ভাত এবং কোনও কিছু সিদ্ধ খাইয়া তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। সেই সিদ্ধ-ব্যঞ্জনে সরিষার তেলের একটু প্রক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু তাহাই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রতি সরিষার তেলে এমন বিষাক্ত ভেজাল দেওয়া হইয়াছে যে, ড্রপসি বা শোথ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়া চরম বিপর্যয় আনিয়া দিয়াছে। সমগ্র আর্যাবর্তের রাজ্যগুলি তৈলভীত। প্রতিদিনই শোথ রোগে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কোনও কোনও স্থানে নলকূপের জলে আর্সেনিক বিষের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইউরিক অ্যাসিডযুক্ত চাউল বিক্রয় হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া ও বিষ। খাদ্যে আজ সেই বিষ মিশিতেছে। স্ফীতকায়, হাল্‌কা ও দৃষ্টিনন্দন মুড়ি তৈয়ারীতে ইউরিয়া ব্যবহৃত হয়। চিড়ায় শ্বেতসুষমা আনিতে অনুরূপ রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করা হয়। এই মুড়ি-চিড়া ভোক্তাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। অসুস্থ হইয়াও রেহাই নাই। কেন না এই রাজ্যেই নকল ওষুধের কারখানার সন্ধান মিলিয়াছে। সেখানে নকল ক্যাপসুল, সিরাপ, অ্যাম্পুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং কী অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঔদরিক রন্ধনবিলাসী বাঙ্গালী মহাচিন্তায় পড়িয়াছেন। কারণ, সরিষার তেল। পশ্চিমবঙ্গ সরিষার তৈল উৎপাদনে স্বয়ম্ভর নহে। তাহাকে এই তেলের জন্য অথবা সরিষার জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। আমরা জানি, পূর্বে সরিষার তেলের সহিত তিল অথবা তিসির তেল মিশান হইত। এখন শিয়ালকাঁটা ও কুসুমবীজের তেল মিশান হইয়া থাকে। ঝাঁজ সৃষ্টির জন্য এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য তেলের সহিত যুক্ত করা হয়। এই রকম তেল খাইয়া এতদিন চলিতেছিল।

কিন্তু বর্তমানে শোথরোগ সৃষ্টিকারী কী ভেজাল যে সরিষার তেলে মিশান হইতেছে, তাহা নির্ধারণ করিতে সকলে হিমসিম খাইতেছেন। রাজ্যসরকারসমূহ সরিষার তেলের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করায় জনসাধারণ চরম কষ্টে পড়িয়াছেন। রাইস অয়েল, সূর্যমুখীবীজতেল, পাম তেল প্রভৃতি সরিষার তেলের বিকল্প হইতে পারে। কিন্তু তাহাও চাহিদামত মিলে না। আর 'লুজ' আকারে খুচরা ক্রয় করা যায় না। মহাপূজা আসন্ন সরিষার তেল নিশ্চিন্ত হইয়া কিনিবার ঘোষণা শুনিতে সকলেই উন্মুখ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদা চোরাকারবারীদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইবার কথা বলিয়াছিলেন। আজ চোরাকারবার 'ওপেন সিক্রেট'-এর শেষ অংশটুকু বাদ পর্যায়ে আসিয়াছে। ভেজালের কারবারীদের কোনও প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হয়ত নাই। তাই চালে, তেলে, ওষুধে নানা কারবারের রমরমা।

প্রসঙ্গ ঃ মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের হালহকিকৎ

[মহকুমার গ্রামে গ্রামে বিড়ি বাইণ্ডাররা পি, এফকে আদর করে বলেন 'পথে ফেলা টাকা।' কে বা কারা তাঁদের মধ্যে এ কথা প্রচার করেছেন যে পি, এফের জমা দেওয়া টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় না। অপরদিকে আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে পি, এফ নিয়ে টালবাহানা করা বিড়ি মালিকরা বর্তমানে চূড়ান্ত বিপাকে। পুজোর আগে প্রায় কোম্পানীতেই উৎপাদন বন্ধ। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই পর্বে।

খান্নার ফতোয়া—হয় পি, এফ নয় কোমড়ে দড়ি, বিড়ি মালিকদের মাথায় হাত

১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিড়ি বাইণ্ডারদের অর্ধেককে পি, এফ প্রকল্পের আওতায় না আনতে পারলে মহকুমার সব বিড়ি মালিকদের কোমড়ে দড়ি বেঁধে কলকাতায় নিয়ে যাবেন পি, এফ দপ্তরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা এস, কে, খান্না—এ বক্তব্য বিড়ি মালিকদের। পি, এফ দপ্তরের সোজা হিসাব—দিনে একজন গড়ে ১০০০ বিড়ি বাঁধতে পারে। এর থেকেই শ্রমিক সংখ্যা হিসাব করে তাদের পি, এফ জমা দিতে হবে। ইতিমধ্যে মহকুমায় প্রায় ৩২০০০ বিড়ি বাইণ্ডার পি, এফের আওতায় এসেছেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট শ্রমিকের অন্ততঃ ৫০ ভাগকে এর আওতায় আনতেই হবে বলে পি, এফ দপ্তর মালিকদের চাপ দিচ্ছেন। পতাকা বিড়ির পক্ষে রেজাউল করিমের বক্তব্য জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ানের মতো শহরাঞ্চলের কাছাকাছি গ্রামে পি, এফ সংগ্রহ ভালো হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিড়ি বাইণ্ডারদের এ নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে। সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্য তারা এ বিষয়ে সহযোগিতা করছে না। এছাড়া এ অঞ্চলের সকলেরই দাবী মহকুমায় পি, এফের সাব একাউন্ট অফিস খুলতে হবে। টিটাগড়ে গিয়ে টাকা আদায় করা বড় ঝামেলার ব্যাপার। দীর্ঘদিন ধরেই বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একটি মহল পি, এফ নিয়ে কিছু অপপ্রচার করেছেন। মালিকরাও এক সময় বহু মামলা করে এ প্রকল্পের বিরোধিতা করেন। পরে সুপ্রীম কোর্টে হেরে গিয়েও তাঁরা পি, এফ নিয়ে গড়িমসি করে দিন কাটাচ্ছিলেন। আগের পি, এফ কমিশনারদের আমলে সরকারী স্তরে নানা দুর্বলতা ছিল। তা বর্তমানে অনেকটাই সংশোধন করা হয়েছে। নিজের ঘর গুছিয়ে বর্তমান আঞ্চলিক কমিশনার শ্রীখান্না বিড়ি মালিকদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছেন তাতে ওঁরা দিশাহারা। কেউ উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছেন, কেউ পি, এফ সংগ্রহ ভালো এমন মুন্সীদেরই কেবল কাজ দিচ্ছেন, কেউ মৌখিক প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে তবেই মুন্সীদের পাতা তামাক দিচ্ছেন। বিড়ির মালিকরা এতদিন বলতেন সরকারী অফিসে কাজ হয় না, এখন হচ্ছে। এর হাতে হাতে প্রমাণ পতাকা বিড়িতে কাজী হোসেন নামে এক কর্মী মৃত্যুর চার মাসের মধ্যে তাঁর পরিবার টাকা ফেরৎ পেয়েছেন। একাউন্ট স্লিপও তাড়াতাড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু পি, এফ দপ্তর বাড়তি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যে অবিচল। তাঁদের বক্তব্য ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের পি, এফ সংগ্রহ অনেক কম। এ প্রসঙ্গে মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর পক্ষে জগন্নাথ সরকার বলেন—সরকারী হিসাবে এই ফারাকটা আমরা দেখতে চাই। অধিকাংশ কারখানায় মুন্সীদের হিসেবের সুবিধার সাব কোড দিয়েছেন পি, এফ দপ্তর। কিন্তু ১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক হিসাবে মাত্র ১০ শতাংশ কর্মী এর আওতায় এসেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিড়ি মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে পি, এফ দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন, শ্রমিকদের নাম নয় কেবল টাকা জমা পরলেও তাঁদের চলবে। এ কাজ অযৌক্তিক—এ বক্তব্য বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমা বন্যায় ডুবছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েতে পদ্মার জল ঢুকে উচ্চতা কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর অবধি। জাতীয় সড়কের সাজুর মোড় থেকে ধুলিয়ান ডাকবাংলো পর্যন্ত জলের তলায়। ফরাক্কা ও ধুলিয়ানে মিলিটারী নামিয়ে স্পীডবোটের সাহায্যে উদ্ধার কাজ চলছে। মোট ৬ লক্ষ ২ হাজার ৫০০ জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে মহকুমা শাসক মণীষ রায় জানান। গত ৭ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের খাস কামরায় মন্ত্রী আনিসুর রহমানের উপস্থিতিতে জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, পুরপতি, নৃপেন চৌধুরী ও মহকুমার অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা এক আলোচনায় বসেন। মহকুমা প্রশাসনের কাছে বর্তমানে মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকার কাঁচাবাড়ী পড়ে যাওয়া এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। মণীষবাবু জানান এ পর্যন্ত মহকুমায় ৬ হাজার ৯৬০টি কাঁচা বাড়ী সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হয়েছে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ১২ হাজার ৯৮৫টি। অরঙ্গাবাদ শহরও জলের তলায়। ধুলিয়ানে ২ সেপ্টেম্বর ও অরঙ্গাবাদে ৬ সেপটেম্বর থেকে নৌকা চলছে। সরকারী নৌকা চালু না থাকায় ভাড়া অস্বাভাবিক। সমসেরগঞ্জ থানার একটা অংশ পতাকা বিড়ির নতুন ডাকবাংলো অফিসে ক্যাম্প করেছে। মন্ত্রীরা বন্যার্তদের কাছে না পৌঁছানোয় স্বভাবতই মানুষ ক্ষুব্ধ। সরকারী ত্রাণের অপ্রতুলতার অভিযোগ সর্বত্র। ফরাক্কা ব্লকের গাজীনগর, মালঞ্চা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষ গাছে রাত্রিবাস করছে। সমসেরগঞ্জ বিডিও অফিস জলমগ্ন হওয়ায় সেটা বর্তমানে পাকুড় রোডে বেলাল ভবনে উঠে গেছে। ধুলিয়ান ষ্টেশনে আটক ট্রেনের বগিতে ও রাস্তার উপর মানুষ সংসার পেতেছে। নিমতিতা ষ্টেশনের দু'দিকে এক বুক জল। কামালপুরের বাঁধ ভেঙে গঙ্গার জল শহরে প্রবল বেগে ঢুকছে। এ্যান্টি ইরোসন ওখানে বাঁধের কাজ করছে। ডি এন কলেজে, ভারত সেবাশ্রমে ও বাজারের ভেতরে জল—প্রবীণ মানুষদের অভিজ্ঞতায় পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙ্গেছে। অন্যদিকে জঙ্গীপুর—লালগোলা রাস্তায় ময়া পণ্ডিতপুরের কাছে রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল বেগে জল যাচ্ছে। ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সম্প্রতি মহকুমা হাসপাতাল থেকে ২জন ডাক্তারসহ একটি মেডিক্যাল টিম প্রতিদিন সমসেরগঞ্জে ব্লকে যাচ্ছে। বিডিওর নির্দেশ মতো ডাক্তাররা বন্যার্তদের চিকিৎসা করছেন ও ওষুধপত্র দিচ্ছেন বলে এসডিএমও মাইনুল হক জানান। জেলা থেকে ওষুধ সরবরাহ হচ্ছে। তবে সাপে কাটার ওষুধ ১০০ জনের চাইলেও জেলা থেকে মাত্র ১০—১২ জনের চিকিৎসার মতো ওষুধ এসেছে।

বাঁধ ভেঙে যাবার আতঙ্কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিষেধ থাকলেও বছর ভর সে নিয়ম মানা হয় না। ফলে বাঁধের দু'ধার কমজোরী হয়ে গেছে। প্রশাসনের মতে বন্যার সময়ই এসব ব্যাপার নিয়ে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের দোষারোপ করে নিজেদের কাজকর্মের ত্রুটি ঢাকতে চায়। সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। অন্যদিকে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এ্যাফ্লেক্স বাঁধের ধারে অবৈধ বসবাসকারীদের বাঁধ থেকে অন্ততঃ ২০০ মিটার দূরে সরিয়ে দিতে তাঁরা বার বার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোন কাজ হয়নি। ফলে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। বর্তমানে বাঁধের এক ফুট নীচ দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। জল এখনও বাড়ছে। গত ৭ সেপটেম্বর এ্যান্টি ইরোসান ও ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়রকে নিয়ে এ্যাফ্লেক্স বাঁধ পরিদর্শনে যান। সেখানে মন্ত্রী আনিসুর রহমানের সামনেই চীফ ইঞ্জিনীয়র বাঁধ নিয়ে আর কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নাই বলে মন্তব্য করেন। তবু মেঘ দেখলে বা বৃষ্টি শুরু হলে বাঁধ ভেঙে যাবার আতঙ্কে ঐ অঞ্চলের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

২১ দিন বন্ধ থাকার পর বিড়ি কারখানাগুলো খুললো

রঘুনাথগঞ্জ : ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি কয়েকশো বিড়ি শ্রমিকের এক মিছিল নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে যায় গত ৭ সেপ্টেম্বর। সেখানে জেলার মন্ত্রী আনিসুর রহমানের উপস্থিতিতে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের মূল দাবী পি এফ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ২১ দিন ধরে বন্ধ বিড়ি কারখানাগুলো চালু করা, বন্যায় লঙ্গরখানা খুলতে হবে, মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাতে হবে, বন্যায় সরকারী নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। মন্ত্রীর নির্দেশে মহকুমা শাসক ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর চেম্বারে ত্রিপাক্ষিক এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে উপস্থিত মালিক পক্ষ ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কারখানা চালুর প্রতিশ্রুতি দেন।

হাসপাতাল অচল করছেন ডাক্তাররা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকায় এ্যানাসথেটিষ্টরা অত্যন্ত প্রাচীন এবং বর্তমানে সব হাসপাতালেই বাতিল হওয়া সরাসরি ইথার প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছেন। এতে ডেলিভারি রোগীদের ক্ষেত্রে বা শিশুর পক্ষে তা কখনও কখনও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র আড়াই হাজার টাকা দামের ঐ হাপর যন্ত্র সচল করার ব্যাপারে এ্যানাসথেটিষ্টরা বেঁকে বসেছেন, অথচ সেই যন্ত্রই তাঁরা বাইরে নার্সিং হোমে ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে ডাঃ সোমা খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, গত ২/৩ মাস তিনি কোন নার্সিংহোমে যাচ্ছেন না। ভবিষ্যতেও আর নার্সিংহোমে যাবেন না বলে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য বেশ কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে ঐ দুই এ্যানাসথেটিষ্টও নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নেন। (চলবে)

দুটি ট্রেন যাতায়াত করছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাত ৯-২০ নাগাদ হাওড়া থেকে ৩৪৭ আপ মালদা প্যাসেঞ্জার ছেড়ে সকালে জঙ্গিপুরে পৌঁছে এখান থেকে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে নিয়ে এক দেড় ঘন্টা বাদে ডাউন প্যাসেঞ্জার হয়ে হাওড়া রওনা হচ্ছে। তেমনি ১৭৯ আপ কাটোয়া লোকাল এখানে বেলা ১০টা নাগাদ পৌঁছে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে বিকেল ৪০৭ মিনিটে এখান থেকে আজিমগঞ্জ অভিমুখে রওনা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর রোডের ষ্টেশন মাষ্টার এন সি সাহা জানান নিমতিতা ষ্টেশনের পর বাসুদেবপুর ও হাউসনগর হল্টের মাঝে এবং ধুলিয়ানের পর সাঁকোপাড়া ও টিনটিনা গেটের মাঝে রেল লাইনের মাটি ধুয়ে গিয়ে ফাঁকা মাটিতে লাইন দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনীয়ারদের মতে জল নেমে যাবার পর

(শেষ পৃষ্ঠায়

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

স্মারক সংখ্যা : ২৮১ আই, সি, ডি/আর, এন,জি-১ তারিখ : ৪-৯-৯৮

রঘুনাথগঞ্জ-১নং আই, সি, ডি, এস প্রকল্পে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য উপযুক্ত ঠিকাদারের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। টেণ্ডার পত্রের অনুলিপি ১৫-৯-৯৮ থেকে অফিসে পাওয়া যাবে। টেণ্ডারপত্র জমা দেওয়া ও খোলার শেষ তারিখ ১৪-১০-৯৮। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

রঘুনাথগঞ্জ-১ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

(মুর্শিদাবাদ)

ত্রাণকার্যে যাঁরা এগিয়ে এলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার ভয়াল বন্যায় সরকারী ত্রাণের পাশা-পাশি বেসরকারী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলো ত্রাণকার্যে হাত বাড়িয়েছে। ফরক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, চাঁদের মোড় প্রভৃতি এলাকায় বন্যার কবলে পড়া লাখ লাখ মানুষের কাছে সেবার সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে মহকুমার সর্ববৃহৎ বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান পতাকা বিড়ি। সঙ্গে দাস বিড়ি কোম্পানীও যথাসাধ্য ত্রাণকার্যে নেমেছে। তাঁরা শুকনো খাবার, ত্রিপল, ওষুধ সামগ্রী ও বিভিন্ন কারখানায় লঙ্গরখানা খুলে বন্যার্তদের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে। তাই ঐ এলাকার দরিদ্র মানুষদের কাছে বিড়ি কোম্পানীগুলি তাদের মা-বাপ। এছাড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন, ধুলিয়ান বিড়ি টোব্যাকো লিভস্, জৈন সম্প্রদায়, অন্যান্য বিড়ি কোম্পানী, লায়ন্স ক্লাব (জঙ্গিপুর), রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ ক্লাব ছাড়াও সিপিএম বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে। মহকুমা প্রশাসন থেকে ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনকে সাড়ে বারো কুইঃ জিআরের চাল সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া গত ৭ সেপ্টেম্বর ইউনিসেফ থেকে আসা চাল মহকুমা প্রশাসন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে বন্যার্তদের কাছে রান্না খাবার পৌঁছে দেবার মনস্থির করেছেন। এছাড়া জলবন্দী সুতী-১ ব্লকের মানুষদের কাছে ওষুধপত্র নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন ভারত সরকারের সেবামূলক সংস্থা এস এস বি। সেখানে তাঁরা এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও গবাদিপশুর চিকিৎসা করেন বলে জানা যায়। সরকারী সূত্রে খবর মহকুমায় মোট ৩৪৬টি ত্রাণ শিবির খুলে ৮৮ হাজার মানুষকে উদ্ধার করে রাখা হয়েছে। তবে ত্রাণকার্যে বেশ কিছু এলাকায় বিলম্ব হওয়ায় মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জঙ্গীপুর লায়ন্স ক্লাব বিভিন্ন ব্লকের অফিসারদের অনুরোধে গত ২, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর বন্যা কবলিত এলাকায় মোট ৪২ বস্তা চিড়ে, ১৪ টিন গুড় ও ৩০০০ পিস পাউরুটি সরবরাহ করেন। জঙ্গীপুর বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের সাহায্যে ভারত সেবাশ্রমকে ১০,০০০ টাকা দান করা হয়েছে।

ট্রেন যাতায়াত করছে (৩য় পৃষ্ঠার পর) এই লাইন মেরামত করতে অন্ততঃ দিন দশেক সময় লাগবে। বর্তমানে এই লাইনে চলাচলকারী সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনগুলো সাগরদীঘি দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

বিড়ি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ (২য় পৃষ্ঠার পর)

রাজকুমার জৈনের। কারণ এ টাকা কোনো দাবীদার ছাড়া পিএফ দপ্তরে পড়ে থাকবে। একই বক্তব্য ১৯৮৬ থেকে ৯৬ এর বকেয়া টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে। অরঙ্গাবাদে উপস্থিত পিএফ পরিদর্শক সন্তোষ সাহার বক্তব্য নাম না দিলেও টাকা জমা দিলেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু এলাকার নিরক্ষর বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে পিএফ নিয়ে কি প্রচার হয়েছে তার বিষয়ে তিনি কোনো জবাব দেননি। যেমন দেননি ১৮-র নীচে এবং ৬০ এর উপরের বয়সে যে সব বিড়ি বাইণ্ডার রোজ কাজ করেন তাঁদের পিএফ কিভাবে কাটা হবে সে প্রশ্নেরও। তারা কি বিড়ি বাঁধা বন্ধ করে দেবে? তবে পঞ্চাশ হাজার বিড়ি বাইণ্ডার প্রকল্পের আওতায় আসলে এ মহকুমায় একটি অফিস খোলা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। একাউন্ট স্লিপের বিষয়ে বিড়ি মালিকদের শ্রমিকদের নামে নামে একটি হিসেব তৈরী করে মুন্সী মারফৎ পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পি এফ নিয়ে মালিকদের উদাসীন্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই সরব। সিটু নেতা তুষার দের মতে মালিকরা চান না পি এফ চালু হোক। অপর-দিকে আই এন টি ইউ সির পক্ষে বেলাল হোসেনের অভিমত—পি এফ নিয়ে চাপাচাপির ফলে শিল্পে কোন সঙ্কট এলে তারা তা মেনে নেবেন না। এ অবস্থায় মহকুমার বিড়ি শিল্প এক সঙ্কটে। মালিকদের শিয়রে শমন ; উৎপাদন ব্যাহত। কাজেই শ্রমিকরাও সুখে নেই। নেই পি এফ এর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে বর্ত্তমানে যাতে অস্তিত্ব রক্ষা সমস্যা না হয় তা দেখার দায় কিন্তু সকলেরই।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।